

সেপ্টেম্বর ২০২৬

গ্রেনফেল টাওয়ার তদন্তে সরকার কতটুকু কাজ করেছে, তার একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন: সংক্ষিপ্ত আপডেট

প্রকাশিত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

সূচিপত্র

সংক্ষিপ্ত বিবরণ.....	2
ভূমিকা	2
বাস্তবায়নের সময়সূচি.....	2
বৃহত্তর সংস্কারের ওপর আপডেট	2
প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা.....	2
সামাজিক আবাসনের [সোশ্যাল হাউজিং] সংস্কার	3
স্বচ্ছতা ও তত্ত্বাবধান.....	4
সুপারিশমালার সংক্ষিপ্ত আপডেট	5
নির্মাণ শিল্প.....	5
সিঙ্গেল কনস্ট্রাকশন রেগুলেটর [নির্মাণ কাজের একক নিয়ন্ত্রক সংস্থা]	5
নির্মাণ সামগ্রী সংক্রান্ত নিয়মকানূনের সংস্কার	5
অনুমোদিত নথিপত্র.....	5
অগ্নি-ঝুঁকি মূল্যায়নকারী.....	6
অগ্নিনির্বাপন প্রকৌশলী [ফায়ার ইঞ্জিনিয়ার]	6
ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ [অগ্নি নির্বাপন ও উদ্ধার] সার্ভিস	6
ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ কলেজ [College of Fire and Rescue]	6
জাতীয় দিকনির্দেশনা, প্রশিক্ষণ ও সহায়তা	6
সাড়া দান ও পুনরুদ্ধার.....	7

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

থিম [বিষয়বস্তু]	সুপারিশের সংখ্যা	চলমান	সম্পন্ন
নির্মাণ শিল্প	২৮	১৯	৯
ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ [অগ্নি নির্বাপন ও উদ্ধার] সার্ভিস	১৩	৪	৯
সাড়া দান ও পুনরুদ্ধার	১৪	৭	৭
ঝুঁকিতে থাকা লোকজন এবং প্রথম ধাপের সুপারিশমালা	৬	১	৫
মোট	৬১	৩১	৩০

ভূমিকা

এটি গ্রেনফেল টাওয়ারের উপর তদন্তের দ্বিতীয় ধাপের সুপারিশগুলোর ওপর সরকারের ষষ্ঠ অগ্রগতি প্রতিবেদন।

২০২৬ সালের মে মাসে সর্বশেষ অগ্রগতি প্রতিবেদনের পর থেকে, আমরা আরও ৯টি সুপারিশের কাজ সম্পন্ন করেছি।

আমরা দ্বিতীয় ধাপের ৫৮টি সুপারিশের সবগুলো এবং প্রথম ধাপের অবশিষ্ট ৩টি সুপারিশ অনুসারে পদক্ষেপ নিতে এবং তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যাদি সমাধানের বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছি।

বাস্তবায়নের সময়সূচি

আমরা এখনও আশা করছি যে, সবগুলো সুপারিশ ২০২৯ সাল শেষ হওয়ার আগেই বাস্তবায়িত হবে। এর কারণ হলো যে, কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পার্লামেন্টে নতুন আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজন রয়েছে। অবশিষ্ট সুপারিশগুলোর বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

আমাদের [সাম্প্রতিক অর্জিত](#) মাইলফলক এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রতিফলিত করার জন্য বাস্তবায়নের সময়সীমা আপডেট করা হয়েছে।

বৃহত্তর সংস্কারের ওপর আপডেট

প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা

মিনিস্ট্রি অব হাউজিং, কমিউনিটিজ অ্যান্ড লোকাল গভর্নেন্ট (MHCLG) [আবাসন, সম্প্রদায় ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়] ১১ মিটারের বেশি উঁচু এবং অনিরাপদ ক্ল্যাডিংযুক্ত আবাসিক ভবনগুলোর সংস্কার কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে। ২০২৬ সালের জুলাই মাসের শেষ নাগাদ, MHCLG [এমএইচসিএলজি] এই সব ভবনগুলোর মধ্যে ৪,৬৯৭টি ভবনের নজরদারি করে।

অনুমান করা হচ্ছে যে, ১১ মিটারের বেশি উচ্চতার আবাসিক ভবনগুলোর ৬৪% থেকে ৮১% এর মধ্যে এই সংখ্যাটি পড়ে, যেগুলো MHCLG-এর সংস্কারমূলক কর্মসূচির আওতায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা।

সর্বমোট ২,৫৫১টি ভবনের সংস্কার কাজ শুরু হয়েছে (যা নজরদারিতে থাকা ভবনগুলোর ৫৪%)। ১৮৩৩টি ভবনের (পর্যবেক্ষণ করা ভবনগুলোর ৩৯%) সংস্কার কাজ শেষ হয়েছে।

এর মধ্যে নিম্নলিখিত ভবনগুলোর অগ্রগতি অন্তর্ভুক্ত:

- সুউচ্চ ভবন (১৮ মিটারের বেশি উঁচু)
- মাঝারি উচ্চতার ভবন (১১ থেকে ১৮ মিটার উঁচু)

সামাজিক আবাসনের [সোশ্যাল হাউজিং] সংস্কার

আমরা রাইট টু ম্যানেজ [Right to Manage] পর্যালোচনা শেষ করেছি এবং বাসিন্দাদের অধিকার আরও শক্তিশালী করা, জবাবদিহিতা বাড়ানো এবং সোশ্যাল হাউজিংয়ের [সামাজিক আবাসন] বাসিন্দাদের ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কাঠামোকে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে রাইট টু ম্যানেজের কাঠামো সংস্কার করার বিষয় বিবেচনা করছি। অনুসন্ধানের বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে - বাসিন্দাদের নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে ফেলার মতো গুরুতর অব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আমরা বাসিন্দা, বাড়িওয়ালা এবং প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থাগুলোর সাথে মতবিনিময় অব্যাহত রাখব এবং যথাসময়ে প্রস্তাবিত সংস্কার সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য প্রদান করব।

সামাজিক আবাসন [সোশ্যাল হাউজিং] প্রদানকারীদেরকে তাদের আবাসন সেবার গুণগত মান বাড়াতে এবং ভাড়াটীদের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা উন্নত করার লক্ষ্যে ভাড়াটীদের সাথে কাজ করতে সহায়তা করার জন্য আমরা আরও বেশ কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছি। সোশ্যাল হাউজিং ইনোভেশন ফান্ড ২০টি সংস্থাকে বাসিন্দাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির জন্য উদ্ভাবনী পদ্ধতি গড়ে তোলা ও তা যাচাই করার লক্ষ্যে ২০ লাখ পাউন্ড অনুদান প্রদান করেছে। আমরা প্রকল্পগুলোর কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা অব্যাহত রেখেছি এবং প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা সর্বোত্তম চর্চা হিসাবে শেয়ার করব। যাতে সফল মডেলগুলো আরও ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা যায়।

কিছু বাসিন্দা সামাজিক অপমানের মুখোমুখি হন, তাদের এই অপমান দূর করতে ভাড়াটে, সামাজিক আবাসন প্রদানকারী [সোশ্যাল ল্যান্ডলর্ড] এবং সরকার কীভাবে একসাথে কাজ করবেন, তা খতিয়ে দেখতে পার্লামেন্টারি আন্ডার-সেক্রেটারি অব স্টেট ব্যারোনেস টেলর ভাড়াটে, বাড়িওয়ালা এবং খাত-সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন।

সোশ্যাল হাউজিং বা সামাজিক আবাসনের নীতিনির্ধারণী বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ভাড়াটীদের সম্পৃক্ত করা আমাদের কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যাতে বাসিন্দাদের মতামত শোনা নিশ্চিত করা হয়। আমরা বাসিন্দাদের সাথে যেভাবে সম্পৃক্ত হচ্ছি, তার কয়েকটি উপায় নিচে দেওয়া হলো:

- একটি সোশ্যাল হাউজিং রেসিডেন্ট স্টেকহোল্ডার ফোরাম [সামাজিক আবাসনের বাসিন্দাদের অংশীদারি ফোরাম]
- আমাদের রেসিডেন্ট প্যানেল

বাসিন্দাদের আবাসন সেবার ওপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ দেওয়ার উপায়, নিরাপত্তা যাচাইয়ের জন্য বাড়িওয়ালাদের সম্পত্তিতে প্রবেশের অধিকার এবং সব ধরনের আবাসন ব্যবস্থায় সার্ভিস চার্জ নিয়ে অনুষ্ঠিত এই ত্রৈমাসিকে প্রাপ্তিকের আলোচনায় রেসিডেন্ট প্যানেল অংশ নিয়েছে।

আমরা ইতিপূর্বেই টেন্যান্ট ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশনগুলোর (TMOs) ক্ষেত্রে ফ্রিডম অব ইনফরমেশন অ্যাক্ট ২০০০ (Freedom of Information Act 2000)-এর আওতা সম্প্রসারণের অঙ্গীকার করেছি। এর উদ্দেশ্য হলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, যাতে টিএমও [TMO]-এর ভাড়াটেরাও অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভাড়াটীদের মতো তাদের আবাসন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার একই আইনগত অধিকার ভোগ করতে পারেন। আমরা সম্প্রতি এই প্রস্তাবনাগুলোর ওপর সরাসরি টিএমও [TMOs]-গুলোর সাথে একটি লক্ষ্যভিত্তিক পরামর্শের আয়োজন করেছিলাম, যা ৮ মে ২০২৬ তারিখে শেষ হয়েছে। আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করার আগে আমরা পরামর্শের মাধ্যমে প্রাপ্ত উত্তরগুলো সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করব।

সরকার সামাজিক আবাসন বা সোশ্যাল হাউজিং খাতের নিয়ন্ত্রণমূলক ও প্রতিকার ব্যবস্থাকে নিয়মিত পর্যালোচনায় রাখার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে সামাজিক আবাসনের গুণগত মান উন্নয়ন ও ভাড়াটেকদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে সাম্প্রতিক সংস্কারগুলোর ওপর একটি চার বছর মেয়াদি মূল্যায়ন কমিশন করেছে। সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত সংস্কারগুলোর কার্যকারিতা এবং ভাড়াটেকদের ওপর এগুলোর প্রভাব কতটা পড়েছে, তা বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য এই মূল্যায়নে বিভাগীয় ও খাতভিত্তিক বিস্তৃত তথ্য ব্যবহার করা হবে।

স্বচ্ছতা ও তত্ত্বাবধান

গ্রেনফেল টাওয়ার ও ইনফেক্টেড ব্লাড এনকুয়ারিজ এবং হাউস অব লর্ডস স্ট্যাটুটরি এনকুয়ারিজ কমিটির সুপারিশগুলোর সাথে সঙ্গতি রেখে আমরা একমত যে, তদন্ত কমিটির সুপারিশমালা সরকার কীভাবে বাস্তবায়ন করছে, তার নজরদারিতে পার্লামেন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

পার্লামেন্ট কীভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে পারে, তা পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড কনস্টিটিউশনাল অ্যাফেয়ার্স কমিটি (PACAC) বর্তমানে বিবেচনা করছে। উক্ত কমিটি নিম্নলিখিত সূত্রগুলো থেকে লিখিত সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে:

- কার্ল ম্যাক্রে [Carl Macrae], নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার অ্যান্ড সাইকোলজির প্রফেসর এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজির প্রফেসর ও ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের ক্লিনিক্যাল সেফটির ইমেরিটাস প্রফেসর চার্লস ভিনসেন্ট
- ইনকুয়েস্ট [INQUEST]
- যুক্তরাজ্যের সরকার – ক্যাবিনেট অফিস
- দ্য হিমোফিলিয়া সোসাইটি [The Haemophilia Society]
- মিঃ কিথ কনরাডি [Mr Keith Conradi], এয়ার অ্যাক্সিডেন্টস ইনভেস্টিগেশন ব্রাঞ্চার সাবেক চিফ ইন্সপেক্টর এবং হেলথকেয়ার সেফটি ইনভেস্টিগেশন ব্রাঞ্চার সাবেক প্রধান তদন্তকারী
- প্রফেসর অ্যান্ড্রু উইলিয়ামস [Professor Andrew Williams], ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের প্রফেসর এবং 'রিয়মাজিনিং পাবলিক এনকুয়ারি' প্রজেক্টের প্রধান
- হলেব বুজিউক [Hleb Buziuk], স্বতন্ত্র পাবলিক পলিসি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স রিসার্চার
- ডক্টর এমা আয়ারটন [Dr Emma Ireton], নটিংহাম ট্রেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নটিংহাম ল স্কুলের আইন বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর

এছাড়া উক্ত কমিটি নিম্নোক্তদের কাছ থেকে মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে:

- স্যার ব্রায়ান ল্যাংস্টাফ [Sir Brian Langstaff], ইনফেক্টেড ব্লাড এনকুয়ারির চেয়ার, এবং জেনি রিচার্ডস কেসি [Jenni Richards KC] Jenni Richards KC], ইনফেক্টেড ব্লাড এনকুয়ারির কাউন্সিল বা পরামর্শদাতা
- লর্ড নর্টন [Lord Norton], স্ট্যাটুটরি এনকুয়ারিজ কমিটির চেয়ার
- প্রফেসর অ্যান্ড্রু উইলিয়ামস [Professor Andrew Williams], 'রিয়মাজিনিং পাবলিক এনকুয়ারি' প্রজেক্টের প্রধান
- রোসানা এলুল [Rosanna Ellul], পলিসি অ্যান্ড পার্লামেন্টারি ম্যানেজার, ইনকুয়েস্ট

PACAC-এর অনুসন্ধান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং ২০২৭ সালের শুরুর দিকে তা সমাপ্ত হওয়া উচিত।

সুপারিশমালার সংক্ষিপ্ত আপডেট

এই অংশে ২০২৬ সালের মে মাসে প্রদত্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনের পর থেকে সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য যে কাজগুলো করা হয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত আপডেট দেওয়া হয়েছে। এটি তদন্তে ব্যবহৃত বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে।

সকল সুপারিশের বিস্তারিত আপডেট এখানে পাওয়া যাবে:

- [নির্মাণ শিল্প](#)
- [ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ সার্ভিস \[অগ্নি ও উদ্ধার সেবা\]](#)
- [প্রতিক্রিয়া ও পুনরুদ্ধার](#)
- [ঝুঁকিতে থাকা লোকজন এবং প্রথম ধাপের সুপারিশমালা](#)

নির্মাণ শিল্প

সিঙ্গেল কনস্ট্রাকশন রেগুলেটর [নির্মাণ কাজের একক নিয়ন্ত্রক সংস্থা]

২০২৬ সালের জানুয়ারিতে মিনিস্ট্রি অব হাউজিং, কমিউনিটিজ [অ্যান্ড লোকাল গভর্নমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতায়](#) একটি নতুন আর্মস লেংথ বডি [একটি স্বায়ত্তশাসিত সরকারী সংস্থা] হিসাবে বিল্ডিং সেফটি রেগুলেটর (BSR)] প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০২৬ সালের জুন মাসে আমরা হেলথ অ্যান্ড সেফটি এক্সিকিউটিভ থেকে BSR-এর পুরোপুরি স্থানান্তর সম্পন্ন করে কর্মীদের আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন আর্মস লেংথ বডিতে পদায়ন করেছি। একটি সিঙ্গেল কনস্ট্রাকশন রেগুলেটর [নির্মাণ কাজের একক নিয়ন্ত্রক সংস্থা] গঠনের মাধ্যমে খাতটির বহুদা বিভক্তি কমানোর বিষয়ে তদন্ত থেকে আসা সুপারিশ বাস্তবায়নের পথে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে, আমরা সিঙ্গেল কনস্ট্রাকশন রেগুলেটর প্রসপেক্টাস: কনসালটেশন ডকুমেন্ট প্রকাশ করেছি। তদন্তের সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের অঙ্গীকার উক্ত প্রসপেক্টাসে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং এতে সিঙ্গেল রেগুলেটর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের এর চেয়েও বেশি অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রসপেক্টাস-সংক্রান্ত পরামর্শ প্রক্রিয়া ২০২৬ সালের ২০শে মার্চে সমাপ্ত হয়েছে। আমরা ৯ জুলাই ২০২৬ তারিখে প্রসপেক্টাস কনসালটেশনের ওপর সরকারি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছি।

নির্মাণ সামগ্রী সংক্রান্ত নিয়মকানুনের সংস্কার

নির্মাণসামগ্রী [সংক্রান্ত সংস্কার বিষয়ক স্বেতপত্রের ওপর মতামত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি](#) মে মাসে শেষ হয়েছে; [একইসাথে](#) [নির্মাণসামগ্রীর জন্য বিদ্যমান নিয়মনিতির আওতাভুক্ত নয়](#) - এমন পণ্যগুলোকে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নির্মাণসামগ্রীর সাধারণ নিরাপত্তার আবশ্যিকতা বিষয়ক পরামর্শ প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়েছে।

সংস্কার প্রস্তাবগুলো যাতে আরও উন্নত ও পরিমার্জিত করা যায়, সেই লক্ষ্যে আমরা প্রাপ্ত মতামত ও পরামর্শগুলো বিশ্লেষণ করার কাজ করছি। এর মধ্যে তদন্ত কমিটির ১৩, ১৪ ও ২৪ নম্বর সুপারিশমালা বাস্তবায়নে সরকার কীভাবে কাজ এগিয়ে নিতে চায়, সে সংক্রান্ত পরিকল্পনাও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমরা চলতি বছরের শেষের দিকে উভয় পরামর্শ কার্যক্রমের ওপর সরকারের জবাব প্রকাশ করার ইচ্ছা রাখি এবং সংসদীয় সময় সাপেক্ষে এ সংক্রান্ত আইন উপস্থাপন করার পরিকল্পনা করেছি।

অনুমোদিত নথিপত্র

বিল্ডিং সেফটি রেগুলেটরের অনুমোদিত নথি B [Approved Document B]-তে পরিবর্তন আনার বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ কার্যক্রম ১ জুলাই ২০২৬ তারিখে শেষ হয়েছে। ৫০০টির বেশি উত্তর পাওয়া গেছে, যা দ্বিতীয় সিঁড়িসংক্রান্ত পরামর্শ কার্যক্রমে

পাওয়া মতামতের দ্বিগুণেরও বেশি। বিল্ডিং সেফটি রেগুলেটর এখন প্রাপ্ত মতামতগুলো বিশ্লেষণ করছে; এই বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করেই অনুমোদিত নথি B [Approved Document B]-তে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের বিষয়ে সুপারিশমালা তৈরি করা হবে।

অন্যদিকে, ইমারত নির্মাণ বিধিমালা সংক্রান্ত দিকনির্দেশনার [বিল্ডিং রেগুলেশনস গাইডেন্সের] মৌলিক পর্যালোচনার কাজ অব্যাহত রয়েছে। এই পর্যালোচনায় অনুমোদিত ডকুমেন্ট এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ দিকনির্দেশনাগুলো কীভাবে আরও উন্নত করা যায়, সেই বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে।

অগ্নি-ঝুঁকি মূল্যায়নকারী

অগ্নি-ঝুঁকি মূল্যায়নকারীদেরকে [ফায়ার রিস্ক অ্যাসেসর] বাধ্যতামূলক পেশাগত স্বীকৃতি [অ্যাক্রেডিটেশন] দেওয়ার প্রস্তাব তৈরির মাধ্যমে আমরা গ্রেনফেল টাওয়ার ইনকোয়ারির ১৬ নম্বর সুপারিশ বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে নিচ্ছি। ২০২৬ সালের জুন মাসে পরামর্শ কার্যক্রম সমাপ্তির পর, আমরা প্রাপ্ত মতামতগুলো বিশ্লেষণ করছি এবং নীতিমালা প্রণয়নের কাজ এগিয়ে নিচ্ছি। এটি সংসদীয় সময় পাওয়া সাপেক্ষে ভবিষ্যতে প্রাথমিক আইন প্রণয়নে সহায়তা করবে। এই আইন স্বাধীনভাবে যাচাইকৃত যোগ্যতার মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করবে এবং এই খাতের জন্য আরও ধারাবাহিক পেশাদার কাঠামো তৈরিতে সহায়তা করবে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরবর্তী পদক্ষেপ উল্লেখ করে চতুর্থ ত্রৈমাসিক প্রান্তিকে (অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর) সরকারের জবাব প্রকাশ করা হবে।

অগ্নিনির্বাপন প্রকৌশলী [ফায়ার ইঞ্জিনিয়ার]

আমরা এখন ফায়ার ইঞ্জিনিয়ার্স ট্রানজিশনাল বোর্ড গঠন করে তাদের সাথে কাজ শুরু করেছি। এই বোর্ডটি ফায়ার ইঞ্জিনিয়ারিং পেশার পরবর্তী সংস্কার পর্যায়ে এমএইচসিএলজি [MHCLG]-কে বিশেষজ্ঞ সহায়তা এবং পরামর্শ প্রদান করবে।

১৬ নম্বর সুপারিশের সমর্থনে, ফায়ার ইঞ্জিনিয়ারিং পেশাদারদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বর্তমানে ১৩ মিলিয়ন পাউন্ডের তহবিল বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অর্থ বরাদ্দ পাওয়া উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই তহবিল ব্যবহার করে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, স্নাতকোত্তর কোর্সের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা এবং ফায়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে গবেষণা ও একাডেমিক সক্ষমতা বৃদ্ধির দায়িত্ব দেওয়া হবে।

ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ [অগ্নি নির্বাপন ও উদ্ধার] সার্ভিস

ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ কলেজ [College of Fire and Rescue]

আমরা ২০২৬ সালের ২০ মে থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি গন পরামর্শ কার্যক্রমের আয়োজন করেছিলাম এবং এই পরামর্শ কার্যক্রম চলাকালে কলেজের লক্ষ্য, পরিধি ও কাঠামোগত বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বেশ কয়েকজন প্রধান অংশীদারের সাথে আলোচনা করেছি। আমরা এখন পরামর্শ প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণ, সরকারের আনুষ্ঠানিক জবাবে অন্তর্ভুক্ত করার মতো নীতিমালা প্রণয়ন এবং কলেজটি বাস্তবায়নের পরিকল্পনার ওপর মনোযোগ দিচ্ছি।

জাতীয় দিকনির্দেশনা, প্রশিক্ষণ ও সহায়তা

গত অগ্রগতি প্রতিবেদনের পর থেকে, ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ সার্ভিস সংক্রান্ত আরও ৫টি সুপারিশ বাস্তবায়নের কাজ শেষ হয়েছে। লন্ডন ফায়ার ব্রিগেডের সংশোধিত অপারেশনাল লার্নিং প্রক্রিয়া হালনাগাদ বা আপডেট করা হয়েছে এবং এটি স্বাধীনভাবে সহকর্মীদের দ্বারা পর্যালোচিত হয়েছে। ন্যাশনাল ফায়ার চিফস কাউন্সিল [NFCC] রেডিও যোগাযোগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যবহারের বিষয় আপডেট করা পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশিকা এবং সহায়ক প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রকাশ করেছে। এর ফলে অগ্নিনির্বাপন কর্মীদের [ফায়ারফাইটার] জটিল দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে আরও নিরাপদ ও কার্যকরভাবে সাড়া দেওয়ার

জন্য উন্নত প্রস্তুতি গ্রহণ নিশ্চিত সহায়তা হবে। আমরা গত ১৮ মাসে ৪৮টি অপারেশনাল গাইডেন্স [পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশিকা] কর্মশালার মাধ্যমে এই খাতজুড়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছি।

সাড়া দান ও পুনরুদ্ধার

সরকার রেসপন্স ও রিকাবারি [সাড়াদান এবং পুনর্বাসন] বিষয়ক সুপারিশ বাস্তবায়নে ভালো অগ্রগতি অর্জন করেছে। গত অগ্রগতি প্রতিবেদনের পর থেকে সরকার ৪২ এবং ৪৪ নম্বর সুপারিশ সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করেছে। ক্যাবিনেট অফিসের মন্ত্রীরা ১ম ক্যাটাগরির রেসপন্সার [সাড়াদানকারী] উপযুক্ত সাড়াদানে ব্যর্থ হলে হস্তক্ষেপ জোরদার করার উপায় নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং আমরা স্থানীয় রেসপন্সারদের কাছে সহনশীলতা সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা আপডেট করার একটি কর্মসূচিও তুলে ধরেছি।

এখন পর্যন্ত আমরা পরামর্শের জন্য জাতীয় সহনশীলতা মানদণ্ডের [ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স স্ট্যান্ডার্ডস] একটি আপডেট করা খসড়া প্রকাশ করেছি, একটি নতুন মানবীয় দিক সম্পর্কিত মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করেছি এবং স্বেচ্ছাসেবী, কমিউনিটি ও ধর্মীয় অঙ্গনের অংশীদারিত্বের নির্দেশিকা শক্তিশালী করেছি। এর মাধ্যমে আমরা মানবিক বিষয়াবলি সূক্ষ্মভাবে সাজানোর জন্য ২০২৬ সালের ন্যাশনাল কেপাবিলিটিজ অ্যাসেসমেন্টের [National Capabilities Assessment] তথ্যাদি কাজে লাগিয়েছি।

এছাড়া সরকার চিফ রেজিলিয়েন্স অফিসারের নেতৃত্বে ৫টি স্ট্রংগার এলআরএফ ট্রেইলব্ল্যাজার [Stronger LRF Trailblazer] এলাকা নির্ধারণ করেছে। ২০২৬ সালের ৩য় ত্রৈমাসিক প্রান্তিকে (জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর) প্রকাশের জন্য নির্ধারিত যৌথভাবে প্রণীত একটি নতুন জাতীয় এলআরএফ পিয়ার রিভিউ প্রোটোকল [LRF peer review protocol] সফলভাবে পাইলট হিসেবে পরিচালনা করেছে এবং অ-সংবিধিবদ্ধ ব্যবস্থা মূল্যায়ন ও সরকারি হস্তক্ষেপের প্রোটোকল আপডেট করার কাজ শুরু করেছে। এই অর্জনগুলো যুক্তরাজ্য সরকারের অন্যান্য বিস্তৃত সহনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগকে সমৃদ্ধ করবে, যার মধ্যে রয়েছে পরিবার এবং কমিউনিটির পূর্বপ্রস্তুতি জোরদার করার জন্য চলতি বছরের শেষের দিকে চালু হতে যাওয়া একটি গণ-যোগাযোগ কর্মসূচি, পাশাপাশি সিভিল কন্টিনজেন্সিস অ্যাক্ট [Civil Contingencies Act]-এর বাস্তবায়ন-উত্তর পর্যালোচনার তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহের জন্য অফিসিয়ালি মতামতের আহ্বান করা।